بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

উহুদের যুদ্ধের বর্ণনা
এবং বিশ্বযুদ্ধ থেকে পরিত্রাণের জন্য দোয়ার তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

উহুদের যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবীদের আত্মনিবেদন এবং তাদের রসূল প্রেমের কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলাম। ঘটনাবলীর বর্ণনায় হযরত আলী (রা.)-এর বীরত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, উহুদ অভিযানের সময় ইবনে কামিয়া - হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে শহীদ করে মনে করে যে সে মহানবী (সা.) কে শহীদ করেছে এবং কুরাইশদের বলে যে সে মহানবী (সা.) কে শহীদ করেছে।

হযরত মুসআব (রা.) এর শাহাদাতের পর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতাকাটি হযরত আলী (রা.) -এর কাছে হস্তান্তর করেন, যিনি একের পর এক কাফেরদের পতাকাবাহীদের হত্যা করেছিলেন। মহানবী (সা.) - এর নির্দেশে হযরত আলী কাফের আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ জামহী ও শাইবা ইবনে মালিককে হত্যা করেন। হযরত জীব্রাঈল, হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! নিশ্চয় তিনি সহানুভূতি লাভের যোগ্য'। তখন মহানবী (সা.) বলেন ঃ "আলী আমা হতে আর আমি আলী হতে।" তখন হযরত জীব্রাঈল বলেন, আমি আপনাদের দু'জনের মধ্য হতে। শিয়ারা এই বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধে যখন লোকেরা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে চলে গেল, তখন আমি শহীদদের লাশের দিকে তাকাতে লাগলাম, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে পেলাম না। তখন আমি বললাম, "আল্লাহ্‌র কসম, মহানবী (সা.) পালিয়ে যাবারও ছিলেন না এবং আমি তাঁকে শহীদদের মধ্যেও পাইনি, কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের উপর রাগান্বিত এবং তাঁর নবীকে নিয়ে গেছেন।" তাই এখন আমি শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করাই আমার জন্য শ্রেয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, তখন আমি আমার তরবারীর খাপ ভেঙে কাফেরদের ওপর আক্রমণ করলাম। তারা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তখন আমি দেখলাম যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তাদের মধ্যে রয়েছেন।

হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ থেকে ফিরে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে নিজের তরবারী ধোয়ার জন্য দিয়ে বলেন, আজ এই তরবারীটি অনেক কাজে লেগেছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) ছয়-সাত জন সাহাবীর নাম নিয়ে বলেন, কেবলমাত্র তোমার তরবারীই নয়, বরং আজ আরো অনেক সাহাবীর তরবারী-ই কাজে লেগেছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্নবীঈন' গ্রন্থে হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) সম্পর্কে বলেন, তিনি শত্রুদের উদ্দেশ্যে তির নিক্ষেপ করতে করতে দু'টি বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহকে নিজে ঢাল হয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন।

হযরত সা'দ (রা.)ও শত্রুদের উদ্দেশ্য করে তির নিক্ষেপ করছিলেন। মহানবী (সা.) স্বয়ং তার হাতে তির তুলে দিচ্ছিলেন। তিনি (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমার জন্য আমার পিতা মাতা উৎসর্গিত! তুমি উপর্যুপরি তির নিক্ষেপ করতে থাকো।" হযরত সা'দ (রা.) শেষ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত গর্বের সাথে এ কথাগুলো বলতেন।

হযরত আবু দুজানা (রা.) উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তায় তাঁর জন্য ঢালস্বরূপ ছিলেন। শত্রুরা যে তিরই নিক্ষেপ করত তিনি নিজের দেহকে সামনে রেখে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

হযরত নুসায়বা যার আরেক নাম উম্মে আম্মারা (রা.) ছিল, তিনি বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে আমি লোকদের লড়াই দেখার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করি। আমি আমার সাথে এক মশক পানি নিয়েছিলাম যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পানি পান করাতে পারি। পানি পান করাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ মুসলমানেরা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। শত্রুরা আক্রমণ করতে করতে সামনে অগ্রসর হয়। তখন আমিও যুদ্ধ করতে থাকি, এরপর আমার কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত পাই। (মূলত ইবনে কামিয়া তাকে আঘাত করেছিল।) বর্ণিত হয়েছে, তিনি, তার স্বামী ও তার দুই পুত্র অর্থাৎ পরিবারের সবাই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) তাদের জন্য দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! তুমি এই পরিবারের প্রতি কৃপা বর্ষণ করো"।

আরেকটি বর্ণনায় আছে, উম্মে আম্মারা (রা.) জান্নাতে মহানবী (সা.)-এর সাথী হওয়ার জন্য দোয়া চাইলে মহানবী (সা.) তার জন্য এই দোয়া করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এখন এ জগতে আমার সাথে কী ঘটলো বা না ঘটলো এটা নিয়ে আমার আর কোন মাথাব্যাথা নেই মহানবী (সা.) বলেন, "উহুদের দিন আমি যেদিকেই তাকিয়েছি তাকে আমার সুরক্ষাকল্পে লড়াই করতে দেখেছি"। তিনি (রা.) এযুদ্ধে ১২টি আঘাত পেয়েছিলেন।

সেদিন কাফিররা সাহাবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের লাশের অবমাননা করেছে এবং মহানবী (সা.)-কেও গুরুতর আহত করেছিল। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলে কাফিররাও তাদের খুঁজতে খুঁজতে ওপরে উঠতে থাকে। তাদের কাছে গিয়ে আবু সুফিয়ান তিনবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, হে মুসলমানেরা! তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) জীবিত আছেন? তোমাদের মাঝে কি আবু বকর জীবিত আছে? তোমাদের মাঝে কি উমর জীবিত আছে? প্রথমে সবাই নিরুত্তর থাকাতে আবু সুফিয়ান ঘোষণা দিয়ে বলে, এরা সবাই মারা নিহত হয়েছে- কেননা তারা জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত। সেসময় মহানবী (সা.) তাদেরকে চুপ থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.) নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পরে বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুমি যাদের কথা বলছ তারা সবাই জীবিত আছেন আর খোদা তা'লা আমাদের হাতে তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন'। তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলে, 'ওলো হুবল– হুবল দেবতার জয় হোক'! এটা শুনে মহানবী (সা.), যিনি নিজের মৃত্যুর ঘোষণায় সাহাবীদের চুপ থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু এ সময় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা ও আত্মাভিমানে ব্যাকুল হয়ে সাহাবীদেরকে বলেন, তোমরা কী এখন উত্তর দেবে না?। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী উত্তর দেব? তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা বলো, "**ওয়াল্লাহু আ'লা ও আজাল্ল**" অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই সুউচ্চ ও মহাসম্মানিত। এরপর আবু সুফিয়ান বলে, আমাদের সাথে উযযা আছে, তোমাদের সাথে উযযা নেই। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলতে বলেন, "**আল্লাহু মওলানা ওয়া লা মওলা লাকুম**" তথা "আল্লাহ্‌ই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী পরন্তু তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই"। আবু সুফিয়ান এরপর বলে, যুদ্ধ একটি পাল্লার ন্যায় যাতে এক দল কখনো জয় লাভ করে আবার কখনো পরাজিত হয়। আগামী বছর এই দিনে তোমাদের সাথে বদরের প্রান্তরে আবার দেখা হবে। মহানবী (সা.) বলেন, "তাকে বলে দাও যে, আমরা তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম"।

মজার বিষয় হলো, একথা বলে আবু সুফিয়ান পুনরায় আক্রমণ করার পরিবর্তে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা পেয়েছে তা নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে ফেরত যাত্রা করে। মহানবী (সা.) সতর্কতাবশত ৭০জন সাহাবীর একটি দলকে তাদের গতিবিধি জানার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, তারা যদি উটে আরোহণ করে আর ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকে তাহলে বুঝবে তারা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে আর যদি ঘোড়ায় আরোহণ করে থাকে, তাহলে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য শুভ নয়; তারা মদীনায় আক্রমণ করবে। যদি তাদের এরূপ মনোবাসনা লক্ষ্য করো তাহলে দ্রুত আমাদেরকে এসে সংবাদ দেবে। এরপর তিনি (সা.) অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন, "কুরাইশরা যদি এবার মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে খোদার কসম! আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে কত ধানে কত চাল এটা একেবারে সুদে আসলে বুঝিয়ে দেব"।

হুযূর (আই.) বলেন, এ বর্ণনার ধারা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন ঃ যেমনটি আমি নিয়মিত দোয়ার জন্য বলছি, ফিলিস্তিনের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। শুনেছি যে, গাজায় যুদ্ধবিরতির চেষ্টা চলছে। হয়ত ইসরাঈলী সরকার কিছুটা নমনীয় হতে পারে, কিন্তু লেবনানের সীমান্তে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা বাড়ছে আর এর প্রভাব পশ্চিম তীরের

ফিলিস্তিনিদের ওপর পড়বে। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মাঝে তো ন্যায়বিচারের ছিটেফোঁটাও নেই। আমেরিকার প্রধান নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে এবং তাদের অর্থনীতিকে উন্নত করতে এ যুদ্ধের গণ্ডিকে প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা জানে না, খোদা তা'লার পাকড়াও থেকে তারা বাঁচতে পারবে না। আহ্‌মদীরা দোয়া ও সর্বস্তরে গণসংযোগের মাধ্যমে নিজেদের ভূমিকা পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশগুলোকে তাদের ভূমিকা পালনের তৌফিক দিন এবং পৃথিবীর বিশৃঙ্খলারও অবসান ঘটুক।

অনুরূপভাবে ইয়েমেনের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। যারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখেন এবং দুস্কৃতকারীদের দুস্কৃতি যেন তাদের ওপরেই আপতিত হয়।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
2 February 2024
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt.........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in